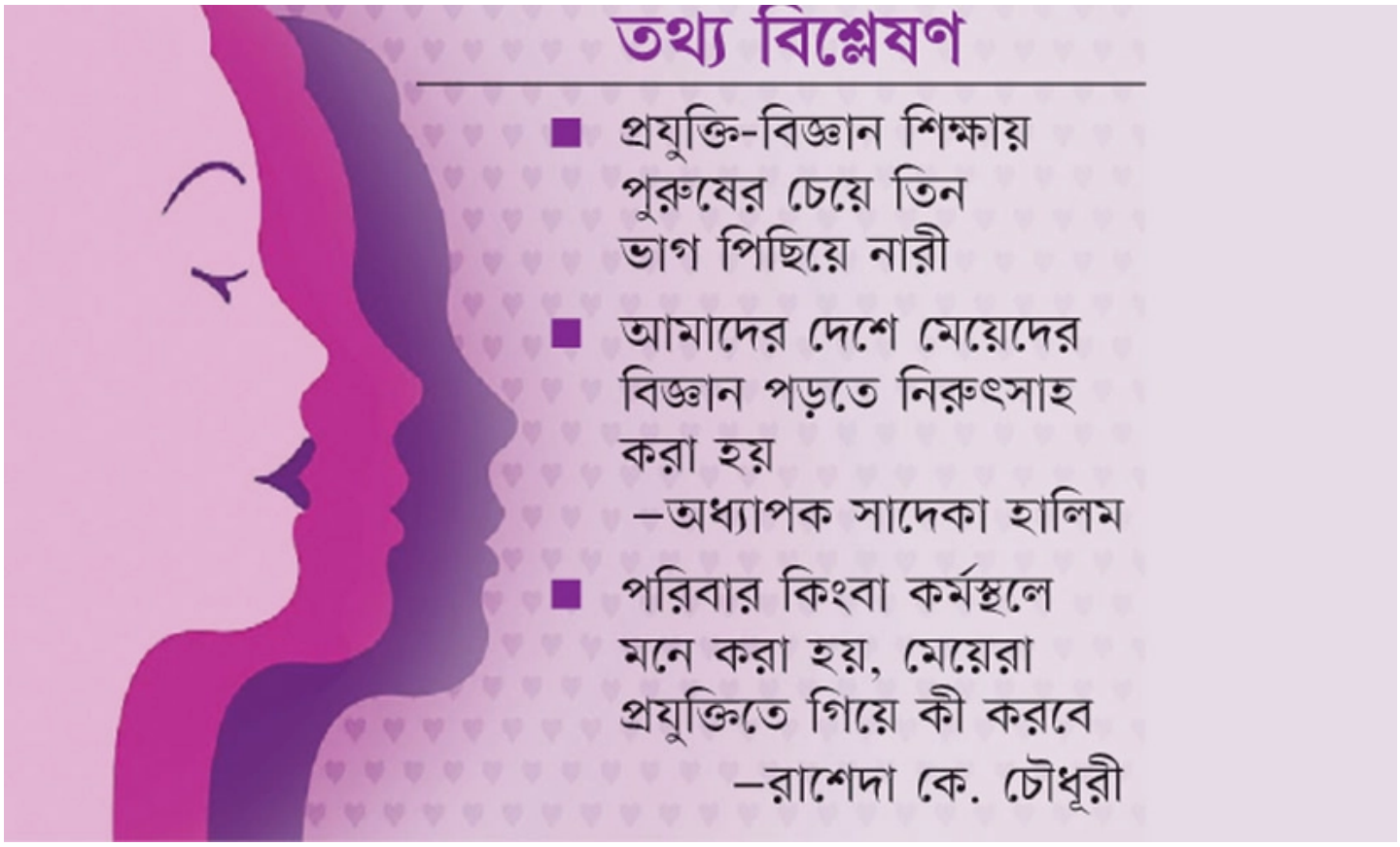

দেশে কারিগরি পেশায় নারীর অংশগ্রহণ বাড়লেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষায় তারা পিছিয়ে আছে। গতকাল ছিল আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল, ‘ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন’।

প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান শিক্ষায় পুরুষের চেয়ে তিন ভাগ পিছিয়ে নারী : দেশে প্রযুক্তি শিক্ষায় ও চর্চায় নারীর অংশগ্রহণ পুরুষের তুলনায় প্রায় তিন ভাগ কম। ২০২২ সালে প্রকাশিত গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ২৭.২৫ শতাংশ আর পুরুষের ৭২.৭৫ শতাংশ। একইভাবে বিজ্ঞান, গণিত, পরিসংখ্যান শিক্ষায়ও বেশ পিছিয়ে আছে নারীরা। বিজ্ঞান, গণিত ও পরিসংখ্যানে নারীর ১৪.৯২ শতাংশ ও ৮৫.০৮ শতাংশ পুরুষের। সামাজিক বিজ্ঞান, সাংবাদিকতা ও যোগাযোগ শিক্ষায়ও নারীকে এগোতে হবে অনেক দূর। সামাজিক বিজ্ঞান, সাংবাদিকতা ও যোগাযোগে নারীর অংশগ্রহণ ২৭.৭৮ শতাংশ এবং পুরুষের ৭২.২২ শতাংশ। তবে ইঞ্জিনিয়ারিং-

ম্যানুফ্যাকচারিং ও কনস্ট্রাকশনে নারী-পুরুষের ব্যবধান সবচেয়ে কম—নারী ৪৬.৫ শতাংশ ও পুরুষ ৫৩.৯৫ শতাংশ। এসব মিলিয়ে বৈশ্বিক শিক্ষা সূচকে ১২৩তম অবস্থানে আছে বাংলাদেশ।

কিশোরগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজের উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্রী রুবাইয়া ইয়াসমিন বন্যা ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ নিয়ে পড়াশোনা করছেন। মাধ্যমিকেও ব্যবসায় শিক্ষা পড়েছেন। বিজ্ঞান বিভাগে পড়ার ইচ্ছা ছিল কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘খুবই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সায়েন্স নিয়ে পড়লে এত খরচ কে দেবে? এ জন্য বাসা থেকে ব্যবসায় শিক্ষা নিয়েই পড়তে বলল।’ তবে অনার্সে আইসিটি নিয়ে পড়তে চান বলে জানান বন্যা।

‘গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ’ প্রতিবেদন বলছে, বৈশ্বিক জেন্ডার সমতায় বাংলাদেশ ছয় ধাপ পিছিয়েছে। গত বছর বিশ্বের ১৪৬টি দেশের মধ্যে ৭১তম অবস্থানে নেমে গেছে বাংলাদেশ। নারীর অংশগ্রহণ বাড়লে এই সূচকে এগোবে দেশ। ২০২১ সালে বাংলাদেশ ৬৫তম অবস্থানে ছিল। ২০২০ সালে ছিল ৫০তম অবস্থানে। অর্থনীতিতে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ, শিক্ষার সুযোগ, স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন—এই চার ক্যাটাগরির ওপর মূল্যায়নের ভিত্তিতে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। বৈশ্বিক প্রতিবেদনে পেছালেও ৭১তম অবস্থানে থেকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে পিছিয়ে আফগানিস্তান। নারীর পেশা ও প্রযুক্তিগত অংশগ্রহণে দক্ষিণ এশিয়ায় নেপাল, ভারত, পাকিস্তান থেকে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপারসন অধ্যাপক সাদেকা হালিম এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘ডিজিটাইজেশন বা প্রযুক্তি সম্পর্কীয় বিষয়গুলো কিছুটা পুরুষতান্ত্রিকতার মধ্য দিয়ে চালিত হয়। আমাদের দেশে মেয়েদের বিজ্ঞান পড়তে নিরুৎসাহ করা হয়। শিল্প বিপ্লব, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষসাধন হবে, কিন্তু এখনো আমরা এসব দিক দিয়ে পিছিয়ে আছি।’

গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ প্রতিবেদন বলছে, কারিগরি (আইসিটি, ফ্রিল্যান্সিং) পেশায় নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে ৫.৩ শতাংশ। আর নারীর অর্থনৈতিক সক্ষমতা পুরুষের তুলনায় বেড়েছে ১৩ শতাংশ। বৈশ্বিক মূল্যায়নে অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ও সুযোগের দিক দিয়ে ১৪১তম অবস্থানে আছে বাংলাদেশ।

প্রযুক্তি শিক্ষায় পিছিয়ে থাকলেও কারিগরি পেশার ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ জানতে চাইলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগের সচিব মো. সামসুল আরেফিন বলেন, "'হার পাওয়ার' (নারীর ক্ষমতায়ন) থেকে শুরু করে বেশ কিছু প্রকল্প নিয়ে আমরা কাজ করছি। আইসিটি বিষয়ে দক্ষ হওয়ার জন্য বিজ্ঞান বিভাগে পড়ার প্রয়োজন নেই। কম্পিউটার, কোডিং, ফ্রিল্যান্সিং—এসবের জন্য ইংরেজি-গণিত সম্পর্কে সাধারণ ধারণা থাকলেই হয়।"

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরী বলেন, আর্থ-সামাজিক, প্রযুক্তি—সব ক্ষেত্রেই জেন্ডার বৈষম্য আছে। বৈষম্য শুরু হয় পরিবার থেকে, তারপর সমাজে ও রাষ্ট্রে। বেশির ভাগ পরিবারই মনে করে, প্রযুক্তিতে মেয়েরা গিয়ে কী করবে। মেয়েদের কর্মস্থলেও মনে করা হয়, প্রযুক্তিতে মেয়েরা ভালো হবে না।'

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক এম কায়কোবাদ বলেন, বুয়েটে কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে পাঁচ থেকে ছয়টি ব্যাচে শীর্ষে ছিল মেয়েরা। তবে মেয়েরা যতটুকু শিক্ষা গ্রহণ করছে, সেটার প্রয়োগে পিছিয়ে থাকে। মেয়েদের ক্ষেত্রে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি আরো উদার হতে হবে। কোডিং, প্রগ্রামিং, সিস্টেম ডেভেলপমেন্টের জন্য ধীরস্থির হতে হয়, মেয়েরা জন্মগতভাবেই তেমন হয়।

ইন্টারনেট-মোবাইল ফোন ব্যবহারে এগিয়ে নারী : তিন মাসের পর্যালোচনার ভিত্তিতে গত ৮ জানুয়ারি প্রকাশিত জরিপ ফলাফলে বিবিএস জানায়, ১৮ বছরের বেশি বয়সী ২৮.০৯ শতাংশ নারী ও ৪৬.৫৩ শতাংশ পুরুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করেছেন। দিনে ৬৮.৯ শতাংশ নারী কমপক্ষে একবার মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন এবং ৬৭.৭ শতাংশ পুরুষ সেটি করেন।